দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 05 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

৭

34

প্রশ্নপত্র যখন বাজারের পণ্য

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। প্রশ্নপত্র বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ইংরাজী দুই পত্র এবং অংকের প্রশ্নপত্র ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় চট্টগ্রামে বিক্রি হয়েছে। বাজারে বিক্রি হওয়া ইংরাজী প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার হলে বিলি হওয়া প্রশ্নপত্র হুবহু মিলে গেছে।

মনে হচ্ছে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াও এখানে রেওয়াজ হতে চলেছে। গত বছরও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল— মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী ফাইনালের সব প্রশ্নই লক্ষীপুরে ফাঁস হয়েছিল। এবারও হয়েছে। এবার ব্যবস্থার বিস্তার ঘটেছে। চট্টগ্রামের পরীক্ষার্থীরাও এ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এলাকা আরো সম্প্রসারিত হলে আমরা কি অবাক হবো? পরীক্ষা সংক্রান্ত ঘটনায় একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে— এক্ষেত্রে দুর্নীতির কোন পথ একবার খুলে গেলে তা আর বন্ধ করা যায় না। গত বিশ বছরে নকল বন্ধ হয়নি। যে কোন বছরে যে কোন পরীক্ষা শুরু হলেই নকল করার খবর আসতে থাকে। কুমিল্লা ও যশোর বোর্ডের চলতি এসএসসি পরীক্ষা অবশ্যই ব্যতিক্রম নয়। পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে এক হাজার দুইশো ২৩ জন পরীক্ষার্থী এবং ১১ জন পরিদর্শক বহিষ্কার করার খবর এবারও পাওয়া গেছে।

বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে নিশ্চয়ই। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যখন বাজারের পণ্য হয় তখন সেই পরীক্ষাকে প্রহসন বলা হলে কমই বলা হয়। শিক্ষাঙ্গনে বাজার–ব্যবস্থা ভালই চালু হয়েছে বলতে হবে। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা চলতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনে নীতির প্রাধান্য থাকবেই। নিয়ন্ত্রণও থাকবে। নিয়ন্ত্রণ যখন ভেঙ্গে পড়ে ও নীতি বর্জিত হয় তখন দেখতে হবে কেন এমন হচ্ছে। আমাদের সমাজের বিশেষ বিশেষ স্তরে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে, এটা মানতে হবে। নইলে শিক্ষক ছাত্রকে নকলে সাহায্য করছেন এ দৃশ্য দেখতে হবে কেন? শুধু কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণে এ অবস্থা পালটানো যাচ্ছে না। এ জন্য সংশ্লিষ্টদের আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

তবে আমাদের দেশের পরীক্ষা–ব্যবস্থার এই বিপর্যয়ের সঙ্গে শিক্ষার বিশৃংখলার একটা যোগ আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত পড়াশোনা হয় না এখানে। অনেক স্কুল কলেজে তালা ঝোলে। হরতাল সন্ত্রাস এসব নিয়ে ছাত্ররা মেতে থাকে। যারা লেখাপড়া করতে চায় তারাও প্রায়ই সুযোগ পায় না। শিক্ষকরা ক্লাশে ঠিকমত পড়ান না এমন অভিযোগ আছে। অনেকে প্রাইভেট ট্যুইশনি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। পড়াশুনা না করে পরীক্ষা দিতে হলে শিক্ষার্থীদের বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়। মজার বিষয় হল, এই বিকল্প ব্যবস্থায় অনেক শিক্ষক সহযোগিতা করেন।

এ অবস্থার অবসান যে হওয়া উচিত এতো সবাই মানেন। কিন্তু কিভাবে— প্রশ্ন সেটাই। শিক্ষক এবং ছাত্র— উভয় পক্ষেরই মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষায় এবং অন্যান্য বিষয়ে আরো কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেয়া দরকার। প্রশ্নপত্র যখন বাজারে বিক্রি হয় তখন বুঝতে হবে এর সঙ্গে কর্তৃপক্ষ–কর্মচারীর যোগসাজশ আছে।

উপদেশে, সৎ পরামর্শে আর শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার আহবানে কোন কাজ হচ্ছে না। পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধে এখন কড়া দাওয়াই দরকার।